প্রযোজিত ★★★
13-2-53
ন্যাশনাল ফিল্ম প্রডিউসার্সের
নিবেদন
হরনাথ পণ্ডিত
একমাত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
পরিচালনা ... পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

কাহিনী ও সংলাপ : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গীত রচনায় :
তড়িৎ কুমার ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় :
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণে :
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়
স্থির চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস
রূপসজ্জা :
ত্রিলোচন পাল

সুর যোজনায় :
সত্যদেব চৌধুরী
তত্ত্বাবধান :
শচীন্দ্রনাথ কুণ্ডু : অলোক মিত্র : কল্যাণ গুপ্ত
সাধন রায় : রামানন্দ সেনগুপ্ত
রসায়ণাগার :
বিজয় সেন
ফিল্ম সার্ভিসেস

সম্পাদনা :
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচার সচিব :
ধীরেন মল্লিক
আলোক নিয়ন্ত্রণ :
প্রভাস ভট্টাচার্য
আবহ সঙ্গীত : ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা
শিল্প নির্দ্দেশনা :
বি. এস এস. জি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—শ্রীরাখালদাস প্রামাণিক : শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী : আর. জি. খাণ্ডেলওয়ালা : ধীরেন ষ্টুডিও

রূপায়ণে :

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, ফণী গাঙ্গুলী (এ্যাঃ), মণি মজুমদার (এ্যাঃ), রবীন কুণ্ডু, সন্তোষ দাস, শিবকালী, বেচু সিংহ, খগেন পাঠক, আদল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, ভূপেন চক্রঃ, চন্দ্রশেখর, রাধারমণ, পঞ্চানন বন্দ্যোঃ, লালমোহন, ফণী গাঙ্গুলী, তুলসী পাল, পঞ্চু সেন, মুরারীমোহন, সুশীল দে, রবীন ঘোষ, হরেরাম বোস, গোষ্ঠ, বিশ্বনাথ চক্রঃ, প্রণব, গৌরাঙ্গ মল্লিক, কানাই সিমলাই, ভূপেন নাগ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রভৃতি

সন্ধ্যারাণী, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, প্রীতিধারা, তারা ভাদুড়ী, রেখা চ্যাটার্জ্জী, ইরা চক্রবর্ত্তী, কল্পনা ব্যানার্জ্জী, কুমকুম প্রভৃতি

সহকারীবৃন্দ :

তত্ত্বাবধানে :
জিতেন্দ্রনাথ কুণ্ডু : বারীন্দ্রনাথ কুণ্ডু
আলোক চিত্রে :
দীনেন গুপ্ত : জগমোহন
রূপসজ্জায় :
কার্ত্তিক দাস : দেবু হালদার : মনোতোষ রায়

পরিচালনায় :
পরিতোষ মুখোঃ সুশীল ঘোষ
সম্পাদনায় : সৌরেন গুপ্ত
আলোক নিয়ন্ত্রণে :
অনিল : বিশু : কেষ্টধন
প্রচারে : অমল শীল

ব্যবস্থাপনায় :
মনোরঞ্জন সাহা : নিতাই মজুমদার : কেশব গুপ্ত
শব্দগ্রহণে :
মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
উৎপল শীল : নীরেন চক্রঃ
শিল্প নির্দ্দেশনায় : হাবলি : হেমেন দে

আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

★ ★ ★

শ্যামপুরের শিবনাথ বাঁড়ুয্যের একমাত্র পুত্র হরনাথ বাঁড়ুয্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রি নিয়ে ব্রত গ্রহণ করলেন পাঠশালা করে গ্রামের নিরক্ষরতা দূর করবেন। শিবনাথ তো শুনে অবাক, শিবনাথের স্ত্রী ভবসুন্দরী কিংবা আড়ৎদার নন্দী মশাই বহু চেষ্টা করেও হরনাথের গোঁ ছাড়াতে পারলেন না। হরনাথের বাল্যবন্ধু স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার ভুবন এবং উক্ত জমিদারের নায়েব যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, হরনাথের পথের মোড় ঘোরাতে কিন্তু কোন ফলই হোলো না। হরনাথ পাঠশালাই করলেন। শিবনাথ আর ভবসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করলেন। ভব-সুন্দরীর সংসারের ভার গিয়ে পড়লো মহামায়ার উপর। মহামায়া হরনাথের আদর্শ-স্ত্রী।

হরনাথ যতখানি উৎসাহ নিয়ে তাঁর আদর্শ পাঠশালা খুললেন—ঠিক ততখানি উৎসাহ নিয়েই গ্রামের মোড়ল গোলক হালদার, ফটিক মণ্ডল, ত্রিলোচন পালধী, বটুকেশ্বরের মন্দিরের সামনে বারোয়ারী তলায় তামাকের শ্রাদ্ধ করতে করতে ঘোঁট পাকিয়ে চল্‌ল হরনাথের পাঠশালাকে কেন্দ্র করে। দিনের পর দিন হরনাথ পাঠশালার ছুটির পর পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে ছেলের খোঁজে। কেউ কেউ হাসে, আবার কেউ কেউ তার কথা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়। তবু এই নির্লোভ জ্ঞান তপস্বী শত বাধায় তার আদর্শ ব্রতে অচল অটল হয়ে রইলেন।

হরনাথের সংসারে এল একটি নতুন মানুষ। আরতি। হরনাথের চোখের মণি একমাত্র কন্যা আরতি। মেয়েটা সংসারে আসতে না আসতেই হরনাথের জীবনের ওপর দিয়ে কখন যে পনের ষোলটা বছর চলে গেল তা টেরই পাওয়া গেল না। পাঠশালার অর্থ আয়ু অবজ্ঞার দুঃখ—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, গ্রামের লোকের অসহযোগিতা, মহাজনের দৈন্যতি আর পনের ষোল বছরের মেয়ে আরতির বিয়ে দেবার অক্ষমতা হরনাথকে যেন পাগল করে তুলল। সারা জীবন শিক্ষা দিয়ে দেখবারই অবসর পাননি, তাঁর সংসার, পাঠশালা, অভাব, অভিযোগ কিংবা ব্যর্থতার দিকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হরনাথের জীবনে উদয় হলো ধূমকেতু—গ্রামের জমিদার কমলাক্ষ রায়।

শিশু কমলাক্ষ বাল্যকালে হরনাথেরই ছাত্র ছিল। আজ প্রায় বছর কুড়ি পরে যুবক কমলাক্ষ কোলকাতা থেকে দেশে ফিরল জমিদার রূপে। কমলাক্ষর সঙ্গে এল তার পাপের পথের চিরসঙ্গী লম্পট রতীন। গ্রামে ফিরেই গাঁয়ের পথে 'শিকারে' বেরোন কমলাক্ষ।

হরনাথের পাঠশালায় কমলাক্ষ এল। পরিচয় হোলো মহামায়া ও আরতির সঙ্গে। কমলাক্ষ আবিষ্কার করল আরতি বই পড়তে ভালবাসে। কমলাক্ষ দিনের পর দিন তাকে বই দিতে লাগল। আরতি খুব খুশী, জ্ঞান পিপাসায় পাগল। ভাল-লাগা আর ভালবাসা তো এক জিনিষ নয়। গাঁয়ের বিশ্বাস আরতি আর কমলাক্ষ পরস্পরের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু গোলক হালদার, ফটিক মণ্ডল, ব্রিজরাজ পালধীর কমলাক্ষের এ যাতায়াতটাকে একটু বেঁকিয়ে দেখল। তাদের সময় কাটাবার আর একটা মজার খোরাক জুটলো। ফিস্‌ ফুড়িও ঘাটে ঘাটে—পাড়ায় পাড়ায় আরতি আর কমলাক্ষকে কেন্দ্র করে ঘোঁট পাকাতে সুরু করল। হরনাথেও কানে আসে—তিনি এর কিছুই গ্রাহ্য করেন না। একদিন নায়েবের পরামর্শে, হরনাথ কমলাক্ষের মা জাহ্নবী দেবীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন আরতির সঙ্গে কমলাক্ষর বিয়ের কথা। জমিদার গৃহিণী তো অবাক—একটা গ্রাম্য পণ্ডিতের দুঃসাহস দেখে। অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হরনাথ এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে পাত্র খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে আছে প্রাণ। একটার পর একটা পাত্রের খোঁজ পেয়ে পৌঁছন—আর টাকা পণের দাবী শুনে মুখ নীচু করে ফিরে আসেন। অবশেষে একটা পাত্র ঠিক হলো। নগদ পাঁচশো টাকা দিতে হবে। হরনাথ স্থির করে ফেললেন যে দু'পাঁচ বিঘে জমি যা আছে তাই বিক্রি করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবেন।

হরনাথের অবর্তমানে কমলাক্ষ বইয়ের ভেতর আরতিকে একটা চিঠি দিল, প্রস্তাবটা হোলো, তুমি আমার সঙ্গে কোলকাতায় পালিয়ে চল—শাড়ী দেব, গয়নায় সারা গা একেবারে ভরিয়ে দেব—রাণী করে রাখব! আরতি ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে ভেঙে পড়ল। সে ঐ পত্রটি ফিরিয়ে দিল আর মুখ ফিরিয়েও তাকাবে না প্রতিজ্ঞা করল।

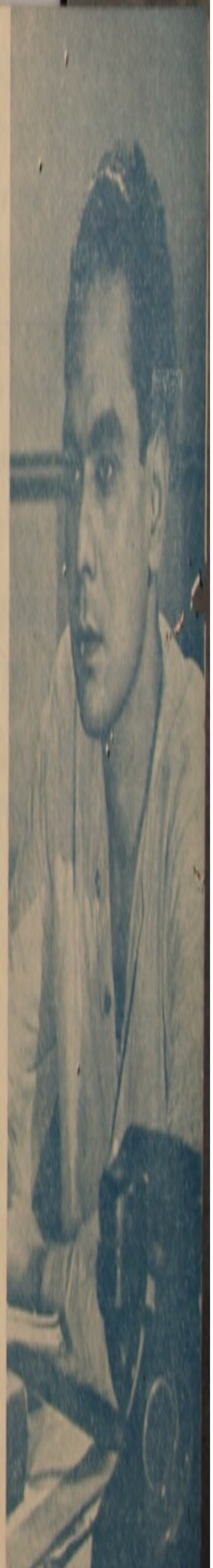

হরনাথ ফিরে এসে জমি ভিটের দলিল আড়ৎদার নন্দী মশাইয়ের কাছে মর্টগেজ রেখে টাকা নিলেন। কাল আশীর্ব্বাদ করে টাকা নিয়ে যাবে পাত্রের পিতা। আজ রাত্রে সেই টাকা সিঁদ কেটে চুরী হয়ে গেল। সর্ব্বনাশ! তার পরদিন সন্ধ্যের আগে আরতি জল নিয়ে বাড়ী ফিরছিল, কমলাক্ষ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। অতর্কিতে আরতির হাতখানা ধরে টানাটানি করতে থাকে—আরতি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ইত্যবসরে বিন্দুবুড়ি ছাগল তাড়াতে তাড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত। কমলাক্ষ ভয়ে আরতিকে ছেড়ে দিয়ে ছুট মারল। আরতিও ফিরে গেল ঘরে। পড়ে রইল রাস্তায় আরতির ভাঙ্গা কলসীটা! আরতির হাতখানা চেপে ধরবার আগে কমলাক্ষ আরতিকে বলেছিল তোমার বিয়ে হবে না! কারণ সিঁদ কেটে টাকাটা আমিই চুরি করিয়েছি। যাতে না তোমার বিয়ে হয়! এখনো বলছি—আজই রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে চল।

সারাটা রাত আরতি ঘুমুতে পারল না। বার বার তার মনে হতে লাগল কাল সকাল হলে গ্রামে তার কলঙ্কের কথা ছড়িয়ে পড়বে। বিন্দুবুড়ি থেকে আরম্ভ করে গ্রামের প্রতিটি লোক তার নামে, তার বাবার নামে কলঙ্ক দেবে। না! না! এ জীবন রেখে লাভ নেই! আমাকে মরতেই হবে! তবে সেই শয়তানের মুখোস খুলে দিয়ে যাব! আরতি কমলাক্ষর সব কীর্ত্তিকলাপ লিখে রেখে মা-বাবাকে প্রণাম করে সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করল।

সকাল বেলা হৈ চৈ কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য! গ্রামের মোড়লরা, চৌকিদার, দারোগা, সবই উপস্থিত। কিন্তু অবাক কাণ্ড। হরনাথ পুলিশের কাছে বল্‌ল, আমি আমার মেয়েকে খুন করেছি! হরনাথকে পুলিশ নিয়ে চলে গেল। ভুবন ছুটে এল, ছুটে এল পরাণ, ছুটে এল পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী! কমলাক্ষ বিন্দুবুড়িকে টাকা খাইয়ে আরতির লেখা চিঠিখানা সরিয়ে ফেলেছিল।

সবাই জানে হরনাথের ফাঁসী হবে। কিন্তু সত্যই কি সেই মহাজ্ঞান তপস্বীর ফাঁসী হয়েছিল? সেই অভিশপ্ত গ্রাম্য পণ্ডিতের বেদনাময় জীবনের মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস এই চিত্র.....

মূল্য দুই আনা

গান

গীত নং ১

আধ পথে ওকে, হারালো পাথেয়
হাওয়ায় ভাসাল শেষের দীর্ঘশ্বাস।
"মনের—বেদনা" বহিতে কার—
আকাশ ছোঁয়ানো আনিলো সর্বনাশ।

ছিল "আশা" ছিল—"স্বপ্ন"—তাহার
মানুষের মত বেঁচে রহিবার.....
মানুষের মান দিল না মানুষ,
"কল্পনা"—হোলো তারি সে "কণ্ঠফাঁস"॥

ক্ষত বিক্ষত ক্লান্ত পায়ের
"রক্ত চিহ্ন" কার—
পথের ধূলায় "ও"—"কি"—এঁকে যায়
ধূলি কাঁদে অনিবার

এতো বিলাসের হাসি কোলাহল
রাঙ্গা ক'রে গেল কার আঁখি জল,
পাঁজর—ভাঙ্গার—বিনিময়ে কেবা
নিয়ে গেল হায়—"লাঞ্ছনা—উপবাস"॥

★ ★ ★

গীত নং ২

ফাল্গুন ফুল।

ঝরু ঝরু বরষায় অশ্রুর বন্যায়
মননে জাগা আমি.....ফাল্গুনে ফুল।
এইরূপ বন্ধন সুধা নয় ক্রন্দন
ভ্রান্তির মায়া আমি.....স্বপ্ন দোদুল।

একদিন ছিনু হায়.....স্বর্গীয় "অমৃত পাত্র"
ঘর হারা হয়ে আজ—রাঙ্গা অভিশাপ মাত্র।
প্লাবনের শেষ ডাক— আমি কাল—অনুরাগ।
যাক্ ভেঙ্গে! ...সব যাক্.....ভেঙ্গে চলি কূল।

পান্থ! এ বিলাসের কুঞ্জে
আমি তব—"পথেই" ছিন্ন,
ম্লান ঘোর জীবনের আশা,
তবু রাখে তব রূপ চিহ্ন।

দেখবে না আপনায়, বেশ জানি ক্ষণিকের সঙ্গী
তাই আরো ছন্দের ঢেউ তোলে, শতো মোর ভঙ্গী।
চঞ্চল হয়ে তাই, অঞ্চলে আরো ছাই
শেষ ঘুম ভেঙ্গে আমি—আসি—পথ ভুল।

★ ★ ★

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

চিত্রভারতীর নিবেদন

ভোর হয়ে এলো

কাহিনী : **সলীল সেনগুপ্ত**

পরিচালনা : **সত্যেন বসু**

ভূমিকায় : প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, অভি ভট্টাচার্য

এস্, বি, প্রোডাকসন্সের

রাধা-কৃষ্ণ

পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী**

চিত্রনাট্য : **নিতাই ভট্টাচার্য**

সুরশিল্পী : **কমল দাশগুপ্ত**

এম-এল-বি প্রোডাকসন্সের

মঞ্চ-সাফল্যমণ্ডিত নাটকের চিত্ররূপ

ভোলা-মাষ্টার

পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী**

চিত্রনাট্য : **নিতাই ভট্টাচার্য**

চতুরঙ্গের

পূর্ণ-দৈর্ঘ্য হাসির ছবি

???

পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড